উচ্চতর বাংলা
মা-মাটি-মানুষ
সরকার দশ বছর পূর্ণ করল ২০ মে।
পুণ্যলগ্নে নতুন শপথ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA

Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫৭ (সাপ্তাহিক) • ২১ মে ২০২১ থেকে ২৭ মে ২০২১ • ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা Year — 17, Volume — 57 (Weekly) • 21 MAY, 2021 – 27 MAY, 2021 • Friday • Rs. 3.

সুপার ফ্লপ মোদির বৈঠক

মমতার তোপ

- প্রধানমন্ত্রী ক্যাজুয়াল, তাই দেশে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ এত ভয়ংকর।
- প্রধানমন্ত্রী বলছেন করোনা কমে গিয়েছে, তাহলে দেশজুড়ে এত মৃত্যু কেন?
- মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকে বলতে দেওয়া হল না কেন? এত ভয় কীসের?
- মুখ্যমন্ত্রীদের উনি কী ভাবেন? বন্ডেড লেবার? আর উনি শাহেনশা?

বিজেপির প্রতিহিংসা, সরব মমতাই

কোভিড দেহ ভাসিয়ে গঙ্গা মাকে ওরা অপবিত্র করেছে

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : পুণ্যতোয়া গঙ্গার জল মাথায় নেয় মানুষ। সেখানে স্নান করে, পুজো করে, মাথায় ঠেকিয়ে গলায় দেয় মানুষ। এত পবিত্র গঙ্গার জলে উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে কোভিডে মৃতের দেহ ভাসিয়ে তাকে দূষিত করা হচ্ছে। এ নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করে মানবজাতির শত্রু সাম্প্রদায়িক কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করলেন জননেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীই এত সিরিয়াস বিষয়ে আমলই দিলেন না। কোনও আলোচনাই হল না। বৈঠক শেষে যা নিয়ে একেবারে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, "গঙ্গার মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল। নমামি গঙ্গাকে আজ মৃত্যুপুরী গঙ্গায় পরিণত করেছে। মানুষ গঙ্গার জলে পা দিতে ভয় পাচ্ছে। সারা দেশটাকে আজ পুরো দূষণময় করে দিয়েছে। বিষাক্ত করে দিয়েছে পরিবেশটাকে।" এ প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন আরও একটি বিষয় নিয়ে। রাজ্যে কোথায় কী কাজ হচ্ছে আগবাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে বুলডোজ করে তা দেখতে ছুটে আসে কেন্দ্রীয় দল। অথচ এত বড় ঘটনা ঘটে গেল কোনও কেন্দ্রীয় দল তো উত্তরপ্রদেশে যায় না।

এই গঙ্গা দূষণ রোধ করতে একসময় নমামি গঙ্গে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। তার এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই। কবে এ নিয়ে কোন কাজ হয়েছিল তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কেউই হয়তো বলতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী নিজেও হয়তো এই সম্পর্কে একেবারে ওয়াকিবহাল নন। দেশের সনাতন ধর্মের কথা বলে যারা মানুষের আবেগে সুরসুড়ি দেয়, তারা যে কতটা ভেকধারী আজ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার। পুণ্যসলিলা গঙ্গার দূষণ আজ যেমন তাকে নষ্ট করছে, তেমনই দেশের মানুষের ধর্মীয় ভাবধারাকেও আঘাত করছে। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় ধর্মকে কীভাবে ব্যবসার কাজে ব্যবহার করছে সম্প্রদায়িক একটা দল। দেশের গণতন্ত্রকে, সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিহাসে পরিণত করেছে।

উত্তরপ্রদেশের বিহারের গঙ্গায় কোভিডের মৃতদেহ ভাসছে। গোটা দেশ তোলপাড়। অথচ বৈঠকে সে প্রসঙ্গই তুললেন না প্রধানমন্ত্রী। স্রেফ উত্তরপ্রদেশের এক জেলাশাসককে তুলে সেখানকার খবর নিয়েছেন। সেই জেলাশাসকও বলেছেন সব ঠিক আছে। সেখানেই বৈঠক কার্যত শেষ। মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "উত্তর প্রদেশ নিয়ে একজনকে দিয়ে বলাল। সে বলল, 'বহুত বড়িয়া চল রহা হে'। কই একবারও তো প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেননি ডেডবডি গুলো কোভিদ প্রটোকল না মেনে কেন গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে? কত ডেড বডি তার কোন হিসাব আছে! আর বলছে ওখানে নাকি কিছু হয়নি।"

দুয়ের পাতায়

দেহ দাহ করার ব্যবস্থা নেই বলে গঙ্গার জল ফেলে দেবে? গঙ্গার জলে কত মানুষ স্নান করেন। কত মানুষ পুজোপাঠ করেন। কত মানুষ গঙ্গার জল মাথায় দেন। জলকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। আর বলছে উত্তরপ্রদেশে কিছুই হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষণ বন্ধ করুন, মানুষকে অক্সিজেন, টিকা দিন প্রধানমন্ত্রী

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : এত বড় মহামারী রুখতে ব্যর্থ হয়েও প্রধানমন্ত্রী বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় করে চলেছেন। করোনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক ডেকে জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের বসিয়ে রাখলেন পুতুলের মতো। চূড়ান্ত অপমাণ করলেন। কী পদক্ষেপে পরিস্থিতির মোকাবিলা দরকার সেসব না বলে, সব ঠিক আছে, করোনা নেই- অদ্ভুত আচরণ করে এসব বলে মুখ লুকোলেন প্রধানমন্ত্রী। অত্যন্ত ক্যাজুয়ালি এই বিপর্যয়ের দায় এড়িয়ে গেলেন।

এ নিয়ে প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবে পরিস্থিতি অবহেলার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন নেত্রী। সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন। এভাবে পরিকল্পনাহীন মনোভাবের জন্যই লাগামছাড়া হয়েছে করোনা। মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "তা হলে জবাব দেবে কে? প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে গেলেন মুখ লুকিয়ে। খারাপ লাগল প্রধানমন্ত্রী নিজেকে এত ইনসিকিওর ফিল করছেন দেখে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর কথাও তিনি শুনতে চাইলেন না। এত কীসের ভয়? এত অবজ্ঞা কীসের?" মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, "যদি তিনি কথা শুনতে না চান তা হলে ডাকা হয়েছিল কেন? মুখ্যমন্ত্রীদের বসিয়ে রেখে অসম্মান করার জন্য?"

এর ঠিক আগের বছর একইভাবে অবহেলা করা হয়েছিল পরিস্থিতি। বস্তুত কেন্দ্রের কোনও পরিকল্পনা নেই। তারা তা করতেও চায় না। তা নিয়ে আগ্রহও নেই। কারণ তারা মানুষের কথা ভাবার প্রয়োজন মনে করে না। এবারও ঠিক তাই অবস্থা। তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "বলছে করোনা কমে যাচ্ছে। আবার কবে বলবেন ঘণ্টা বাজিয়ে দিন, তা হলেই করোনা কমে যাবে।"

এই ছবিতেই পরিষ্কার প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা কী। কী ভেবে তিনি দেশ চালাচ্ছেন। কীভাবে তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন। ঠিক এখান থেকেই তিনি আরও একবার বিরোধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। করোনা পীড়িত রাজ্যগুলির দাবি এড়িয়ে যাওয়ার এমন মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মিটিং নিয়ে উনি এত ক্যাজুয়াল। ইট ওয়াজ জাস্ট আ ক্যাজুয়াল সুপার ফ্লপ মিটিং। উই দ্য চিফ মিনিস্টারস ফিলিং ইনসালটেড অ্যান্ড হিউমিলিয়েটেড।" মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমরা অবাক হয়ে গিয়েছে এটা দেখে যে প্রধানমন্ত্রী একটা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করলেন অথচ তাদের পুতুলের মত বসিয়ে রাখা হল। আমরা রাজ্য চালাচ্ছি। আর যিনি দিল্লি রাজা হয়ে বসে আছেন সেই শাহেনশা মানুষের দিকে তাকাচ্ছেন না।

দুয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে গেলেন মুখ লুকিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে এত ইনসিকিওর ফিল করছেন কেন। একজন মুখ্যমন্ত্রীর কথাও তিনি শুনতে চাইলেন না। এত কীসের ভয়? এত অবজ্ঞা কীসের? কথা শুনতে না চান, তবে ডাকলেন কেন?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যর্থ মোদি

সারা দেশে ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিয়েছে করোনা পরিস্থিতি। প্রতিদিন সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। পুরো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ, এটা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী এই দায় এড়াতে পারেন না। সারা দেশে চিকিৎসায় কেন্দ্রের সহযোগিতা নেই। ওষুধ, অক্সিজেনের জোগান যথেষ্ট নয়। এই সময়ও আসল সমস্যার দিকে মন না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেবল ভাষণ দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে চাইছেন না, মানুষ বড় বিপদে। তাঁরা এখন আর তাঁর ভাষণ শুনতে চান না। ওষুধ চান, অক্সিজেন চান। চিকিৎসা চান। ভ্যাকসিন চান। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার বাংলায় করোনা মোকিবিলার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র এই সময় রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা না করে বরং রাজ্যের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। নানা ভাবে রাজ্য প্রশাসনকে বিব্রত করছে। রাজ্যের কথাই শোনা হচ্ছে না। করোনা মোকাবিলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক। অথচ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীদের কথা, মত শোনার সাহস নেই প্রধানমন্ত্রীর। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। আসলে দেশের মানুষের কল্যাণের চাইতে প্রধানমন্ত্রী প্রাধান্য দিচ্ছেন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থকে। নিজে রাজ্যের জন্য কাজ না করা এবং বিরোধী দল ক্ষমতায় থাকা রাজ্যকে কষ্টে রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদি যে দেশে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, এটি শুধুমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগ নয়, দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞরাই এটা বলছেন। মানুষের জীবন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজনীতি করতে পারেন। তৃণমূল কংগ্রেস করে না। সম্প্রতি চিকিৎসকদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রধান স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "দেশে করোনা নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী ব্যর্থ। শুধু তাই নয়, ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক সভা করে সুপার স্প্রেডারও তিনি।" তাঁর বক্তব্য, "সামাজিক দূরত্বের মতো কোভিড বিধি সাধারণ মানুষ যাতে মেনে চলেন, তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন চিকিৎসকরা। অথচ বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের প্রচারে বড় বড় সভায় ভাষণ দিয়ে বেড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।" আসলে শুরু থেকেই করোনার বিপদকে লঘু করে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মারাত্মক ভাইরাসের সংক্রমণ রোধের চাইতে নিজের 'জনপ্রিয়তা' ঝালিয়ে নেওয়ার মানুষকে দেখানোর এবং তাঁর সরকারের গোপন অ্যাজেন্ডাগুলিকে বাস্তবায়িত করার 'বড় সুযোগ' হিসাবে দেখেছেন তিনি। চটকদারি কথায় নিজের ব্যর্থতা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গতবছর জানুয়ারিতে প্রথম করোনা আক্রান্তের খোঁজ মেলে দেশে। প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে গুজরাতে লক্ষাধিক লোককে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভেঙে পড়েছে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। সারা বছর ধরে কোনও পদক্ষেপই করেননি প্রধানমন্ত্রী। অক্সিজেনের অভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রোগী-মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতেও অক্সিজেন উৎপাদন প্রকল্পগুলি এখন কেন্দ্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। বিষয়টির গুরুত্বই বুঝতে পারেনি মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই দায়সারা মনোভাবে ক্ষুব্ধ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিহার, বাংলা ভোটের আগে ভ্যাকসিন দেবে বলে এখন মুখ লুকিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে কখনও বলছেন ৩ সপ্তাহ, কখনও ৬ সপ্তাহ পরে দুটো ডোজ? কোনও স্টাডি রয়েছে কি না জানা যচ্ছে না। সকলেই বিভ্রান্ত। তিনি বলেন, এর মধ্যে ব্ল্যাকফাঙ্গাস হলে যে লোককে ওষুধ দেব, তা ও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। এই বিষয়ে কাউকে সরব হতে দেওয়া হচ্ছে না।" এখনই কেন্দ্রের এই মনোভাবে বদল আসা দরকার। সেটি কোনও রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, দেশের মানুষের জন্য।

গঙ্গায় যারা কোভিড দেহ ভাসায় তাদের মুখে হিন্দুত্ব মানায় না

তীর্থ রায়

গত দু'সপ্তাহ ধরে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার জুড়ে গঙ্গায় ভাসছে হাজার হাজার কোভিডে মৃতের দেহ। এটা সবাই জেনে গিয়েছে যে, যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কোভিড মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সেখানে বিনা চিকিৎসায় রোজ শ'য়ে শ'য়ে মানুষের কোভিডে মৃত্যু হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা এত যে তার কোনও হিসেব নেই। সরকারি স্তরে মৃতের হিসেব গোপন করার চেষ্টা হচ্ছে। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করার পরিকাঠামো নেই। কবরেও জায়গা নেই। সেই কারণে উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন শহর-গ্রামে গঙ্গার চরে হাজার হাজার মৃতদেহ বালি চাপা দিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। জোয়ারে নদীর জলে এই দেহই ভাসতে শুরু করেছে। গঙ্গার জলপ্রবাহে কোভিডে মৃতের দেহ ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে বিহারে। এ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। মোদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে প্রচারে এসে ডবল ইঞ্জিন সরকারের উপকারিতা বোঝাচ্ছিলেন। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রকৃত অর্থে কী, তা আজ উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যারা সবসময় হিন্দুত্বের কথা বলেন, হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করার কথা শোনায়, যারা দাবি করে, হিন্দুত্বের ধ্বজা বহন করার অধিকার একমাত্র তাদেরই রয়েছে, তারা আজ পবিত্র গঙ্গাকে শববহনকারী বানিয়ে দিয়েছে। জননেত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবেই বলেছেন, ''গঙ্গা মাকে বিজেপি খতম করেছে।'' ক্ষমতায় আসার পর, নরেন্দ্র মোদি গঙ্গার স্বচ্ছতা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন। 'নমামি গঙ্গে' নামে প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, আজ সেসব কোথায়? পবিত্র গঙ্গাকে এইভাবে দূষিত করা হচ্ছে, অথচ, বিজেপি বা মোদির মুখে একটা কোনও শব্দ নেই। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''নমামি গঙ্গা আজকে মৃত্যুপুরী গঙ্গা। গঙ্গার জলে কত মানুষ স্নান করেন। পূজাপাঠ করেন। জল মাথায় দেন। এখন মানুষ গঙ্গায় নামতেই ভয় পাচ্ছে।'' যাঁরা হিন্দুদের পবিত্র গঙ্গাকে এইভাবে দূষিত করতে পারে, তাদের হিন্দুত্ব যে সম্পূর্ণভাবে লোকদেখানো, শঠতায় ভরা তা বলাই বাহুল্য। নরেন্দ্র মোদিরা যে হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করেন ক্ষমতায় থাকার জন্য, তা গঙ্গার এই অমর্যাদা থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। গেরুয়া পরলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, তা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের আচার-ব্যবহার থেকেই টের পাওয়া যায়। বিজেপি যে আসলে কতটা মানবতা-বিরোধী, কতটা ধর্ম-বিরোধী—তা তাদের এইসব কাজকর্ম থেকেই দেশের মানুষ আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ সংস্থা ও পত্রিকা ইতিমধ্যেই বলেছে, ভারতে করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গের জন্য মোদি সরকারই একমাত্র দায়ী। মোদি সরকারের ব্যর্থতার জন্যই ভারতে হাজার হাজার মানুষের করোনায় মৃত্যু হচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকায় লেখা হচ্ছে। তারাই লিখেছে মোদি সরকারের কাজ ক্ষমার অযোগ্য। আজ গঙ্গার দূষণের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। মোদি সরকার যেভাবে হিন্দুদের পবিত্র গঙ্গাকে অপবিত্র করছে তা ক্ষমার অযোগ্য কাজ।

জননেত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবেই বলেছেন, ''গঙ্গা মাকে বিজেপি খতম করেছে।'' ক্ষমতায় আসার পর, নরেন্দ্র মোদি গঙ্গার স্বচ্ছতা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন। 'নমামি গঙ্গে' নামে প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু, আজ সেসব কোথায়? পবিত্র গঙ্গাকে এইভাবে দূষিত করা হচ্ছে, অথচ, বিজেপি বা মোদির মুখে একটা কোনও শব্দ নেই। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''নমামি গঙ্গা আজকে মৃত্যুপুরী গঙ্গা। গঙ্গার জলে কত মানুষ স্নান করেন। পূজাপাঠ করেন। জল মাথায় দেন। এখন মানুষ গঙ্গায় নামতেই ভয় পাচ্ছে।''

কোভিড দেহ ভাসিয়ে গঙ্গা মাকে ওরা অপবিত্র করেছে

একের পাতার পর

আসলে এইসব সংক্রান্ত নথি পুরোপুরি চেপে যাওয়া হচ্ছে। আর যতটুকু বলতে বলা হচ্ছে ততটুকুই তোতা পাখির মত বলে যাচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যের আধিকারিকরা। নিজের কথায় এই প্রসঙ্গই টেনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গঙ্গার জলে কী কী না হয়। সেই গঙ্গার জলে এভাবে কোভিডে মৃতদেহ ভাসছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বারবার এ নিয়ে তাই আক্ষেপ ঝরে পড়েছে। তিনি বলেছেন, "দেহ দাহ করার ব্যবস্থা নেই বলে গঙ্গার জল ফেলে দেবে? গঙ্গার জলে কত মানুষ স্নান করেন। কত মানুষ পুজোপাঠ করেন। কত মানুষ গঙ্গার জল মাথায় দেন। জলকে বিষাক্ত করে দিয়েছেন। আর বলছে উত্তরপ্রদেশে কিছুই হয়নি।"

এত সব ঘটনা ঘটে গেল অথচ কেন্দ্রীয় দল কোথায়? প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "যখন ইলেকশন কমিশন ছিল তখন এখানে একটা দুটো বিষয় হয়েছে। অমনি কেন্দ্রীয় টিম পাঠিয়ে দিয়েছে। হিউম্যান রাইটস কমিশন পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এত মানুষকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার পর কটা কেন্দ্রীয় দল সেখানে পাঠিয়েছে?" দেশে ভ্যাকসিনের অভাব। অক্সিজেনের অভাব। সেদিকে সরকারের নজর নেই। মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কত টাকা দিয়েছে? কত ভ্যাকসিন, কত অক্সিজেন দিয়েছো? কিছুই দেয়নি। গঙ্গা মা, যাকে আমরা পুজো করি, সেই মাকে শেষ করে দিয়েছে। পরিবেশ দূষিত করে দিয়েছে। এরজন্য দেশকে ফল পেতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা যায় না।"

ভাষণ বন্ধ করুন, মানুষকে অক্সিজেন, টিকা দিন প্রধানমন্ত্রী

একের পাতার পর

তিনি বলে দিচ্ছেন সব ঠিক আছে। আগে বলতেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর এখন বলছেন সাব ঠিক হে। একদিকে মানুষের মৃত্যুর ছোবল। আরেকদিকে ঔদ্ধত্য, অহংকার। টোটাল নেগলিজেন্সের উপর চলছে। এভাবে কতদিন চলবে জানি না। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমরা শকড। আমরা অবাক।"এখানেই মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর কী দশা। দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে বলেছেন, "দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। যা হয়েছে তা একনায়কতন্ত্রের থেকেও কিছু বেশি। দেখে মনে হচ্ছে যেন দেশে মার্শাল ল' চলছে। প্রধানমন্ত্রীর মর্জিমাফিক সব চলবে। সব যেন ওর বন্ডেড লেবার। কোনও রাজনৈতিক সৌজন্যবোধও নেই।" মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এভাবে ওয়ানওয়ে কমিউনিকেশন হয় না। বস্তুত এটা তাও হয়নি। একটা দায়সারা প্রহসন হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, "ওয়ানওয়ে কমিউনিকেশন হয়নি। এটা ওয়ানওয়ে ইন্সালটেশন হয়েছে। ওয়ানওয়ে হিউমিলিয়েশন হয়েছে। উনি বলেন তো, ওয়ান নেশন ওয়ান লিডার। উনি কাউকে বলতে দেবেন না। ওয়ান নেশন, অ্যান্ড অল হিউমিলিয়েশন।" সারা ভারতে বিজেপির বিরুদ্ধে একটা টিম তৈরি হওয়া দরকার বলে তাই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, "ডিক্টেটরশিপ বনাম ডেমোক্রেসির লড়াই হবে। আমরা ডেমোক্রেসির পক্ষে। যারা যারা এই স্ট্যান্ড নেবে, তারা যখন কথা বলতে চাইবে কথা বলব।"

কথা দিলে কথা রাখেন, মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে রেশন শুরু

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন যে তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন। আসলে এই কারণেই তো তিনি এতটাই জনপ্রিয়। বাংলার মানুষ তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন। বহিরাগত সাম্প্রদায়িক শক্তির সম্মিলিত অশুভ শক্তির লড়াইকে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি। পাশে পেয়েছেন বাংলার কোটি কোটি মানুষকে।

ভোটের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে চালু হবে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্প। দশ বছর আগে যে দিনটিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন, তার পরের দিনই চালু হল যুগান্তকারী মানবিক 'দুয়ারে রেশন'-এর পাইলট প্রজেক্ট। সকাল আটটায় শুরু। যেমন অন্যান্য দিন হয়। সারা রাজ্যের গ্রামভিত্তিক ২২টি জেলার ২৮টি কেন্দ্রে অর্থাৎ ২৮টি পাড়ায় দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হল রেশন। পরবর্তী সময়ে ক্যাবিনেটে আলোচনার পর চূড়ান্ত হবে দিনক্ষণ। কীভাবে ও কত দ্রুত মানুষের কাছে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়, সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী নিদে।

ক্ষমতায় এলে যে প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে আপাতত একদিনের জন্য সেই প্রকল্পে রেশন বিলি হল।

আগে রাজ্যের সমস্ত জেলায় একটি করে কেন্দ্র বাছাই করে আজ এই প্রকল্পের ট্রায়াল করার গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে খাদ্য দফতর। উদ্দেশ্য, প্রকল্প পুরোদমে শুরু করার আগে দাবি ও চাহিদা মেটানোর মধ্যে ফারাক বুঝে নেওয়া। আচমকা কোনও সমস্যার মুখোমুখি হলে দরকারমতো তার চটজলদি সমাধান। পরে শহর এলাকার কয়েকটি অঞ্চলও যুক্ত হয়। গোটা বিষয়ের মনটিরিং করেছেন নতুন সরকারের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। শুক্রবার ট্রায়াল শুরুর কথা থাকলেও বীরভূম আর ঝাড়গ্রামে কয়েকটি পাড়ায় অল্পসংখ্যক ট্রায়াল বৃহস্পতিবারই হয়েছে। তবে তা বাড়ির দুয়ারে পৌঁছয়নি। পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস থেকে বিলি হয়েছে পাড়ার মোড়ে দুয়ারে সরকারের মতো শিবির করে। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেশন পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যার ফিডব্যাক পৌঁছবে নবান্নে। সেখান থেকে সরাসরি দেখে নেওয়া হবে কী কী সমস্যার মুখে পড়ছে এইভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেশন বিলির প্রক্রিয়া। যেহেতু গোটা এই প্রক্রিয়াকে রেশন দোকান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ি পৌঁছনোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তাই ধরেই নেওয়া হয়েছে তার বাস্তবায়নে একাধিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে। সব থেকে বড় সমস্যা মালের ওজন ঠিকমতো পরিমাণে মিলল কিনা, তা মেপে নেওয়া। তার জন্য ওজন যন্ত্র লাগবে। সঙ্গে গ্রাহকের নামে প্রাপকের তালিকায় নথিবদ্ধ করতে অনলাইন পোর্টাল আপডেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেই প্রক্রিয়ার জন্য ইন্টারনেটের সাহায্য দরকার। হাতে কলমে করতে হলে সবার আগে একটি বড় গাড়ি দরকার রেশনের মালপত্র বহন করার জন্য। এই বিপুল আয়োজন করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেশন বিলি একপ্রকার চ্যালেঞ্জ। এর পাশাপাশি রেশন ডিলারদের টিকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আগেও হকার ও পরিবহন কর্মীদের এভাবে টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল রাজ্য সরকার। স্পষ্ট যে, কোনওভাবেই রাজ্যের একজন মানুষকেও টিকা নেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে দেবে না মা-মাটি-মানুষের সরকার।

হার মানতে পারছে না বলেই বাংলার উপর প্রতিহিংসা

জবাব দেবে মানুষ : মমতা

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িক দল। মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু এই হার হজম হচ্ছে না তাদের। তাই এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে একটা নির্বাচিত সরকারকে বিরক্ত করে চলেছে তারা। সেই প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে গিয়েই তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের বিনা কারণে বেআইনিভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিচারবিভাগীয় বলেই এ নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাননি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিচারব্যবস্থায় তাঁর আস্থা আছে। ঠিক ন্যায় বিচার হবে। পরে মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের পরিবারের মানুষকে সাহস জুগিয়ে বলেছেন, "এটা রাজনৈতিক লড়াই। আমরা জিতব।"

কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদয়াস্ত কাজ করে যাচ্ছেন সকলে। তার মধ্যে বেআইনিভাবে সাত সকালে বাহিনীর জওয়ান দিয়ে বেডরুমে ঢুকে ঘুম থেকে টেনে তুলে ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মদন মিত্রের মতো তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এসব কী অসভ্যতা! দেশে কি যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হল? একটা নির্বাচিত সরকারের ১৫ দিন কাটেনি। তার মন্ত্রীদের এই দুর্ব্যবহার! এটা যে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় অসংখ্য হাসপাতাল। তার সঙ্গে সেফ হোম, অক্সিজেন পার্লার তৈরির কাজ চলছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। অসুস্থদের সুস্থ করে বাড়ি পাঠানো যতটা কর্তব্য, ততটাই বড় দায়িত্ব মৃতদেহ পুরসভার তত্ত্বাবধানে দ্রুত সৎকারের ব্যবস্থা করা। দারুন কো-অর্ডিনেশনে সেই কাজটা করছিলেন ফিরহাদ। পঞ্চায়েত দফতরের কাজ একেবারে তৃণমূল স্তরের। সেই কাজ আটকে থাকার অর্থ মানুষের ন্যূনতম কাজের সংস্থান না হওয়া। সেই কাজ দেখভালের দায়িত্ব সুব্রতবাবুর। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটা বড় অংশের অক্সিজেন সাপ্লাই, সেফ হোমের ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে ভর্তি করা এই বিরাট লোড নিচ্ছিলেন বিধায়ক মদন মিত্র। আচমকা এই তিনজনকে তুলে আনা হল। কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক দল একেবারে নিকৃষ্ট রাজনীতির চেহারা নিয়ে সামনে এসেছে। তাই এই অরাজকতা। ওরা চায় না বাংলার মানুষ ভাল থাকুক। ওরা চায় না এ রাজ্যের উন্নতি হোক। বাংলা তারা পায়নি। তাই যে কোনও উপায়ে বাংলার ক্ষতি করে দিতে চায় তারা। এই তাদের উদ্দেশ্য।

জননেত্রী ঠিক এই পরিস্থিতিটা তুলে ধরেই বোঝাতে চেয়েছেন কীভাবে সমস্যা তৈরি হয়। বিচারাধীন বিষয় বলে বিশেষ কিছু বলেননি। শুধু মনে করিয়ে দিয়েছেন, "এটা নিশ্চয়ই বলব কলকাতার মেয়র যে সারাদিন কাজ করে বেড়ায়, সারাক্ষণ ফিল্ডে থেকে কাজ করে সে গ্রেফতার হওয়ায় কলকাতা শহর পরিষ্কারের কাজ আমাদের অন্যভাবে করতে হচ্ছে।" নেত্রী এখানেই বাস্তব অবস্থাটা বলে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, "একজনের বিকল্প আরেকজন হয় না। ববি খুব ভালো কাজ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টিকা ট্রায়ালেও অংশ নিয়েছে।"

তাঁদের পরিবারের মনোবল যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্য তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন নেত্রী। ফিরহাদের মেয়ে, সুব্রতবাবুর স্ত্রী সকলের সঙ্গেই কথা বলেন। সাফ জানিয়ে দেন, দুশ্চিন্তা না করতে। এই লড়াইয়ে জয় আসবেই।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
>
> **এটা রাজনৈতিক লড়াই। আমরা জিতব।**
>
> **এটা নিশ্চয়ই বলব কলকাতার মেয়র যে সারাদিন কাজ করে বেড়ায়, সারাক্ষণ ফিল্ডে থেকে কাজ করে সে গ্রেফতার হওয়ায় কলকাতা শহর পরিষ্কারের কাজ আমাদের অন্যভাবে করতে হচ্ছে।**
>
> **একজনের বিকল্প আরেকজন হয় না। ববি খুব ভালো কাজ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টিকা ট্রায়ালেও অংশ নিয়েছে।**

ঘূর্ণিঝড় যশ মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিল রাজ্য

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : আমফানের ধ্বংসলীলার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মাথায় রাখে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় যশের মোকাবিলায় চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে রাজ্য সরকারের। নবান্ন থেকে পুরসভা, বিদ্যুৎ, সুন্দরবন উন্নয়ন, সেচ, দুর্যোগ মোকাবিলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দফতরকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নামিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সক্রিয় প্রতিটি দফতরের সচিব থেকে সাধারণ কর্মীদের। বিদ্যুৎ, সেচ ও দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভাও এবার ওয়ার্ড ভিত্তিক বিপর্যয় মোকাবিলা ও উপড়ে পড়া গাছ কাটার ব্যবস্থা রেখেছে।

আমফানের ঠিক এক বছরের মাথায় আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়। ২২ থেকে ২৬ মে এই পাঁচদিনের মধ্যে বাংলা এবং ওড়িশার উপকূল অঞ্চলে তাণ্ডবলীলা চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে যশের। আর পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রের পরিস্থিতি খারাপ থাকবে ২৫-২৭ মে-র মধ্যে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২২ মে নাগাদ যে নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে, তা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে। যা উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে বলে অনুমান। আর এই ঘূর্ণিঝড় ২৬ মে বিকেল নাগাদ আছড়ে পড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে। যার প্রভাবে ২৫ মে বিকেল থেকেই হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলেও জানানো হয়েছে। এসম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়লে কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এবং কিভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা করা হবে তার আগাম প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যে নবান্নে বৈঠক করেন জননেত্রী-মুখ্যমন্ত্রী। টেলিফোন বার্তায় তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। বলেন, কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই দুর্যোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সে বিষয়টি মাথায় রেখেই দুর্যোগ মোকাবিলায় তৈরি থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর নবান্নে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঘূর্ণিঝড়টি তৈরি হলে বোঝা যাবে তার গতিপ্রকৃতি, গতিবেগ, কোথায় আছড়ে পড়বে, কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে। সেই অনুযায়ী উপকূলবর্তী জেলা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিকে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় বাড়তি নজর থাকছে। জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সতর্ক করা হয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিকে। গভীর সমুদ্র বা নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে বা নদীতে মাছ ধরতে চলে গিয়েছেন তাদের রবিবারের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। উপকূলরক্ষী বাহিনীর হেলিকপ্টার দেখবে কোনও মৎস্যজীবী সমুদ্র বা নদীতে রয়ে গিয়েছেন কি না। শুক্রবার থেকেই দিঘা থেকে হলদিয়া, সাগর, সমুদ্র ভাসমান সমস্ত নৌকা ও জলযানকে অবিলম্বে উপকূলে ফেরার জন্য প্রচার শুরু করেছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কোষ্টগার্ড ও নৌবাহিনীর তরফেও মাঝি ও মৎসজীবীদের তীরে ফেরার জন্য বার্তা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আসার পর কলকাতায় একগুচ্ছ ব্যবস্থাপনার কথা জানিয়ে প্রশাসক দেবাশিস কুমার বলেন, "প্রতিটি বরো ও ওয়ার্ডে পিছু যেমন ইঞ্জিনিয়র ও পুরকর্মীরা ঝড়ের সময় থাকবেন তেমনই পুরসভার কন্ট্রোল রুমে আমরাও থাকব। এখন থেকেই প্রতিনিয়ত নবান্ন ও আবহাওয়া দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ শুরু হয়েছে।" কলকাতা ও জেলার বিদ্যুৎ, পানীয় জল, এবং রাস্তা পরিষ্কার করা, গাছ কাটা-সহ অন্যান্য দফতরও সম্ভাব্য ঝড় যশ মোকাবিলায় তৈরি থাকছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিবও।

আমফানের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ে সম্ভাব্য দুর্যোগপূর্ণ ব্লক পিছু ছ'টি করে 'গ্যাং' রাখছে বিদ্যুৎ দফতর। শুধু তাই নয়, ঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাব্য সময় ২৫ ও ২৬ মে কলকাতা পুর এলাকায় ওয়ার্ড পিছু দু'টি করে গ্যাং রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া বঙ্গোপসাগর দিয়ে 'যশ' উপকূলে আছড়ে পড়া ও সম্ভাব্য ছয় জেলার উপর দিয়ে যাওয়ার সময়, টানা দু'দিন দফতরের কন্ট্রোলরুমে হাজির থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করবেন স্বয়ং মন্ত্রী। সঙ্গে বিদ্যুৎ সচিব সুরেশ কুমার ও বন্টন সংস্থার সিএমডি শান্তনু বসু। ২৫ মে থেকে বিদ্যুৎ দফতরে যে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে তা হল— ৮৯০০৭৯৩৫০৩/ ৮৯০০৭৯৩৫০৪। অন্যদিকে 'যশ' ঝড়ে সম্ভাব্য ছয় জেলার পুরসভার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার পাশাপাশি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন পুরমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সঙ্গে ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়া ও বাড়ি ভাঙলে দ্রুত সাফ করার জন্য জেসিপি ও অন্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করার জন্যও পুরসভাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন পুরমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে বৈঠকে পর মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের গতি প্রকৃতি ও প্রভাব দেখে প্রয়োজনে নদীতীরবর্তী এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তার জন্য আগাম ব্যবস্থা তৈরি থাকছে। ত্রাণসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রতিটি জেলাকে আগে থেকে মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরগুলির কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। প্রস্তুত থাকছে বিপর্যয় মোকাবিলা-সহ সংশ্লিষ্ট সব দফতরই। নবান্নে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কন্ট্রোল রুম থেকে দিনরাত নজর রাখা হচ্ছে। জেলাগুলিও একইভাবে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ রাখবে। শহর ও জেলাগুলিতে ঝড়ে গাছপড়া বা নিকাশির ক্ষেত্রে যে কোনও সমসার জন্য আগাম প্রস্তুতিও রাখা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যসচিব। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, নিম্নচাপের জেরে আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে ২৩ মে থেকে ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝড় বইতে শুরু করবে। যা পরবর্তী সময়ে বেড়ে ঘণ্টায় ৭০ কিমি বেগে হবে। ২৪ থেকে ২৬ মে-র মধ্যে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের বেগ ব্যাপক আকার নেবে। আর ২৫ থেকে ২৭ মের মধ্যে ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উপকূলেও তার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে সমুদ্রও উত্তাল হতে শুরু করবে ২১ মে-র পর থেকে। ২৩ মে নাগাদ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র খুবই খারাপ অবস্থায় থাকবে। এই সময় ৬-৯ মিটার পর্যন্ত ঢেউ তৈরি হতে পারে। ২৪-২৬ মে-র মধ্যে ঢেউ-এর উচ্চতা হতে পারে ৯-১৪ মিটার পর্যন্ত। জেলায় যে সমস্ত সাইক্লোন সেন্টার বানানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য সেগুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রগুলিতে জেনারেটর, টয়লেট ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত করতে বলা হয়েছে। ত্রিপল, ওষুধ, চাল, জামাকাপড়-সহ সমস্ত কিছু মজুত রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু প্রশাসনের সদর দফতরে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে আগে থেকেই জেলাগুলির কাছে সমস্ত উপকরণ মজুত থাকছে। মহকুমাশাসক এবং বিডিওরা ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি নিয়ে পঞ্চায়েতপ্রধানদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করবেন। যাতে মানুষকে সচেতন করার জন্য পঞ্চায়েতগুলি মাইকের মাধ্যমে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। তবে জননেত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশ দুযোগ মোকাবিলার সবকিছুই করতে হবে কোভিডবিধি মেনে। প্রতিটি মিউনিসিপ্যালটি, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিও অফিসে থাকছে কন্ট্রোল রুম। যেখান থেকে এই ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে খবর পেতে পারেন এলাকাবাসী। ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার আগেই নিচু এলাকা থেকে স্থানীয় মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝড় শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে কোস্টগার্ড এবং উদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত যানবাহনগুলোকে উপযুক্ত জায়গায় নিযুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে। স্পিড বোট, সাধারণ বোট, জেসিবি মেশিন তৈরি থাকছে। সেচ দফতরকে নদীপথগুলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

সতর্কবার্তা ঘূর্ণিঝড়ের আগে

- গুজব উপেক্ষা করুন, শান্ত থাকুন, আতঙ্কিত হবেন না
- আপনার মোবাইল ফোন চার্জ দিয়ে রাখুন
- রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে আবহাওয়ার খবরের দিকে খেয়াল রাখুন
- জরুরি নথিপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী জল থেকে বাঁচিয়ে রাখুন
- আপৎকালীন প্রয়োজনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, খাদ্য, ঔষধ, জল ও পোষাক প্রস্তুত রাখুন
- আপনার বাড়িটিকে সুরক্ষিত রাখুন, কোনও ধারালো বস্তু খোলা অবস্থায় রাখবেন না
- নিরাপত্তার খাতিরে গৃহপালিত প্রাণীর বাঁধন খুলে দিন
- মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে যাবেন না
- মৎস্যজীবীরা নৌকা নিরাপদ স্থানে বেঁধে রাখুন

ঘূর্ণিঝড়ের সময় এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে

যদি বাড়ির ভিতরে থাকেন

- বৈদ্যুতিক লাইন এবং গ্যাস সরবরাহের মেন সুইচ বন্ধ রাখুন
- দরজা, জানালা বন্ধ রাখুন
- খড়ের ঘর/কাঁচা বাড়ি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাকা বাড়িতে থাকবেন না
- যদি আপনার বাড়ি সুরক্ষিত না হয় তবে ঘূর্ণিঝড় আরম্ভ হওয়ার আগেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র বা নিকটবর্তী নিরাপদ পাকা বাড়িতে আশ্রয় নিন
- রেডিও/টিভি ও সংবাদপত্রে আবহাওয়ার খবরের দিকে লক্ষ্য রাখুন

বাড়ির বাইরে থাকলে

- ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িতে প্রবেশ করবেন না
- ভেঙে পড়া বৈদ্যুতিক স্তম্ভ ও তার এবং ধারালো বস্তুর ব্যাপারে খেয়াল রাখুন
- যত শীঘ্র সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়/পাকা বাড়ি খুঁজে নিন

বিঃ দ্রঃ – ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক সতর্কতার পাশাপাশি করোনা নিয়েও সতর্ক থাকুন। সব সময় মাস্ক পরুন, ঘনঘন সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিন এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে থাকার সময় অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। এছাড়া করোনা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জারি করা অন্যান্য নির্দেশাবলিও মেনে চলুন।

কেন্দ্র উদাসীন, করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধ মমতার

সরকারি স্কুলে হবে সেফ হোম

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠেকাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতে এবার উদ্যোগ নিলেন জননেত্রী।

রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে পিএসএ প্ল্যান্ট বা প্রেসার সুইং এডসর্পশন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন উৎপন্ন করা গেলে বাংলার অগুনতি মানুষকে প্রাণে বাঁচানো যাবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অক্সিজেনের যোগান অব্যাহত রাখতে হাসপাতালে পিএসএ প্ল্যান্ট বসাতে চায় রাজ্য। এর জন্যেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের অক্সিজেন সঙ্কট নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর আগে বাংলায় এরকম ৭০ টি প্ল্যান্ট বসানোর কথা বলা হলেও, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বাংলাজুড়ে ৭০টির বদলে মাত্র ৪টি প্ল্যান্ট বানানোর অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। যার জন্য চূড়ান্ত অসুবিধের সসম্মুখীন হচ্ছে করোনা রোগীরা।

এই প্রথম নয় বাংলার মানুষের কথা ভেবে কিছুদিন আগেও রাজ্যের অক্সিজেন সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রতিক চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বাংলায় করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ছে। বাংলায় যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদিত হচ্ছে, তা থেকেই অন্য রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের দায়িত্ব পালন করছে না। বাংলায় রোজ ৫৮০ মেট্রিক টন অক্সিজেনের প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৩০৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন মিলছে। অবিলম্বে পিএসএ প্লান্টের অনুমতি দিতে হবে।

শুধু অক্সিজেন প্লান্টই নয়। করোনা মোকাবিলায় প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিকে একাধিক সেফ হোম তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে হুগলির রাজা প্যারীমোহন কলেজে এ বার নিরাপদ নিভৃতবাস তৈরি করেছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার সেফহোম তৈরি করছে বর্ধমান পুরসভা। লাকুড্ডিতে পুরসভার 'প্রান্তিক' নামে যে বিয়েবাড়ি বা অনুষ্ঠানবাড়ি রয়েছে সেখানেই নতুন সেফ হোমের কাজ শুরু হয়েছে। আপাতত সেখানে ২৫ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাদারিহাট ও ফালাকাটা ব্লকে থাকা তিনটি সেফহোম চালু হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর জানিয়েছে, আক্রান্তদের প্রত্যেককেই হোম আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। মাঝখানে রোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফের বাড়তে থাকায় তপসিখাতা কোভিড হাসপাতালেও করোনা রোগী ভর্তি শুরু হচ্ছে। চা শ্রমিকদের কথা ভেবে স্বাস্থ্যদপ্তর এবার করোনা মোকাবিলায় গঠিত ব্লক লেভেল টাস্কফোর্স কমিটিতে বাগানের ম্যানেজারদেরও শামিল করেছে। ইতিমধ্যেই কালচিনি, মাদারিহাট ও কুমারগ্রাম ব্লকে থাকা বাগান ম্যানেজারদের এই কমিটিতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সরকারি স্কুলগুলিতেও তৈরি হচ্ছে সেফ হোম। রাজ্য শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলিতে তৈরি হবে নিশ্চিন্ত নিভৃতবাস। সেখানে মিলবে আধুনিক চিকিৎসা। শুধু সমতলে নয়, করোনা মোকাবিলায় পাহাড়েও একের পর এক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলছেন মমতা। পাহাড়ের মানুষের কথা ভেবে কালিম্পং পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের চন্দ্রলোক এলাকায় গভর্মেন্ট পলিটেকনিক কলেজে সেফ হোম বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মা মাটি মানুষের সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসায় কাজে লাগানো হবে ডাক্তারি পড়ুয়াদেরও। দরকার পড়লে ইন্টার্ন চিকিৎসক এমনকি নার্সরাও করবেন চিকিৎসার কাজ।

ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল কলেজে অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি সমস্ত হাসপাতালে শয্যা সংখ্যাও অন্তত ৪০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে কেন্দ্র আগাম কোনও ব্যবস্থাই করেনি। দেশে অক্সিজেন, হাসপাতালের বেড এবং টিকার আকাল। সেই সমস্যা সমাধানে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং, প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্য মন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর মমতা অক্সিজেন, টিকা, ওষুধ-সহ বিভিন্ন দাবিতে একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। সেই সব চিঠির কোনও সদুত্তর মেলেনি। কেন্দ্রীয় সরকাত পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকা পাঠাচ্ছে না বাংলায়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অপেক্ষা করেও টিকা পাচ্ছে না। মমতা ববন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ঠিকমতো জোগান পেলে তিন মাসের মধ্যে বাংলায় সবাই করোনাভাইরাস টিকা পেয়ে যাবেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী কর্মীদের অবিলম্বে টিকাকরণ করতে চান মমতা। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে অবিলম্বে ২০ লক্ষ ডোজ টিকা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন মমতা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যাব বাংলাকে : মমতা

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : আজ থেকে এক দশক আগে বাংলায় একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার। তিনি বাংলাকে ভালোবাসেন। বাংলার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তাই তৃতীয়বার তিনি বাংলায় ক্ষমতায় ফিরে হ্যাটট্রিক করেছেন। ১০ বছর আগে ২০১১ সালে ২০ মে তিনি প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন। গঠিত হয়েছিল প্রথম মা-মাটি-মানুষের সরকার এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উচ্চতর বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত পাঁচ মে শপথ নিয়ে নতুন সরকারের ভার নিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অবস্থায় উন্নততর বাংলা গড়ার কথা বলে টুইট করেন জননেত্রী। সেখানে তিনি বলেন, "১০ বছর আগে এই দিনে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলাম। রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন পথে যাত্রা করেছি। মানুষের সেবাও করেছি।"

এর পরই জননেত্রী তাঁর নতুন প্রতিশ্রুতির কথা জানান। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও এ প্রসঙ্গ তোলেন। ২১৩ আসনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতে এসেছেন। তার জন্য রাজ্যবাসীকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "রাজ্যবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার প্রতি অবিচল আস্থা এবং আশীর্বাদ করার জন্য। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমাদের বাংলাকে উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছে দেব।"

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার সমস্ত রকম ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে। এরাজ্যের বাসিন্দারা গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, কোন কোন প্রকল্পে কেমন ভাবে উন্নয়নের বীজ বুনেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তা থেকে পানীয় জল। বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে সকলের জন্য খাদ্য। মা ক্যান্টিন। কৃষিজমির খাজনা মকুব করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ। কন্যাশ্রীর বিশ্বসেরার স্বীকৃতি লাভ। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা। চোখকান একটু খোলা রাখলেই কিন্তু আঁচ পাওয়া যায় গত দশ বছরে কতটা বদলেছে পশ্চিমবঙ্গ। মানবোন্নয়নের সামগ্রিক গ্রাফটা কতটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী থেকে স্বাস্থ্যসাথী। এই ধরনের সব প্রকল্পেই অগ্রাধিকার পেয়েছেন মহিলারা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হচ্ছেই মেয়েদের নামে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকছেন পরিবারের বাকিরা। বার্তাটা স্পষ্ট। বহুবার জননেত্রী তা নিজের মুখেও বলেছেন। সংসারের আসল হাল তো ধরে থাকেন মহিলারাই। তাঁরা পারেন রোজগারের অর্থকে সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। আর তাই তাঁদের কথা বারবার ভেবেছেন জননেত্রী। আর এই ধরনের পদক্ষেপগুলি আপামর বাংলার মানুষের মনেও এনেছে বিশ্বাস। যাঁকে তাঁরা সিংহাসনে বসিয়েছেন, সেই মানুষটা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, তাঁদের মেয়ে হিসাবে বিপদে আপদে দাঁড়াবে।

মুখ্যমন্ত্রী পদে ১০ বছর

ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫৭। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 57. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**